ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ

একাদশ জাতীয় সংসদ

সার-সংক্ষেপ

২৭ মে, ২০২৪

পার্লামেন্টওয়াচ: একাদশ জাতীয় সংসদ

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, *পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*

গবেষক
রাবেয়া আক্তার কনিকা, *রিসার্চ এসোসিয়েট-কোয়ালিটেটিভ, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার, রিসার্চ এসোসিয়েট-কোয়ানটিটেটিভ, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা সহযোগী (খন্ডকালীন)
মিলি আক্তার, *রিসার্চ এসিসটেন্ট, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
সাদিয়া সুলতানা, *রিসার্চ এসিসটেন্ট, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
ফায়াজ উল্লাহ, *রিসার্চ এসিসটেন্ট, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
মুসাররাত মিশৌরি, *ইন্টার্ন, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
রোকন আহমেদ, *ইন্টার্ন, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

কৃতজ্ঞতা
প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরিমার্জন করে সহযোগিতা করেছেন টিআইবির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম আকরাম। এছাড়া অন্যান্য সহকর্মীরা প্রতিবেদন পর্যালোচনা, সম্পাদনা এবং উপস্থাপনার ওপর মতামত প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: https://www.ti-bangladesh.org

পার্লামেন্টওয়াচ: একাদশ জাতীয় সংসদ*

সার-সংক্ষেপ

১. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় দেশের সর্বোচ্চ আইনসভা হিসেবে জাতীয় সংসদ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। জাতীয় সংসদ গণতন্ত্র, সুশাসন ও জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম। জন-প্রত্যাশার প্রতিফলন, জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন ও জনগণের প্রতি সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০' এর লক্ষ্য ১৬.৬ ও ১৬.৭' এ যথাক্রমে সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ এবং সংবেদনশীল (তৎপর), অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র ২০১২' এ সংসদে আইন প্রণয়ন ও সরকারের কার্যক্রম তদারকির মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহতকরণের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন এবং কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন-এর সদস্য হিসেবে জাতীয় উন্নয়নে সংসদ সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক চর্চা অনুযায়ী বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ দেশের শাসন ব্যবস্থায় সন্নিবেশ করার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদকে কার্যকর করা বিষয়ক অঙ্গীকার করা হয়েছিল। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তবে নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক হলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়নি বলে বিভিন্ন গবেষণা ও নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে উঠে আসে। নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে একাদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশন ২০১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি শুরু হয়ে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মোট ২৫টি অধিবেশন সম্পন্ন হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী ২০০টি পার্লামেন্টারি মনিটরিং অর্গানাইজেশন (পিএমও) সংসদীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সংসদকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ প্রস্তাব করে। বাংলাদেশে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করে আসছে এবং অধিপরামর্শ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। টিআইবির এই ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে একাদশ জাতীয় সংসদের ওপর এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলো, যেখানে এই সংসদের সকল অধিবেশনের কার্যক্রম ও কার্যকরতা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য একাদশ জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

- সংসদ অধিবেশনের বিভিন্ন পর্ব এবং সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব, সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রণয়নে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা; এবং
- সংসদের ব্যবস্থাপনায় স্পিকার ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

১.২ গবেষণার পরিধি

একাদশ জাতীয় সংসদের সংসদীয় ও স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণবাচক ও পরিমাণবাচক উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সরাসরি সম্প্রচারিত সংসদ কার্যক্রমের রেকর্ড এবং মুখ্য তথ্যদাতার (সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা এবং গবেষক) সাক্ষাৎকার গ্রহণ ইত্যাদি। এছাড়াও অন্যান্য তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী ও কমিটি প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ, এবং সংবাদপত্র। জানুয়ারি ২০১৯ থেকে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ২৫টি অধিবেশনের প্রায় ৮৬৩ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট রেকর্ডিং হতে অনুলিপি প্রণয়ন এবং অনুলিপি ও নথিপত্র হতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশক ও বিষয়বস্তুভিত্তিক ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল তথ্য হতে সুনির্দিষ্ট ও বিষয়বস্তুভিত্তিক ডাটাবেজ তৈরি করে আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

* ২০২৪ সালের ২৬ মে প্রকাশিত গবেষণার সার-সংক্ষেপ।

সারণি ১: গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

মূল বিষয়	অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ
সংসদ ও সংসদ সদস্যদের পরিচিতি	সংসদের আসন বিন্যাস; সদস্যদের পেশা, বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অন্যান্য তথ্য এবং কার্যক্রম
রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনিত ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর আলোচনা	রাষ্ট্রপতির বক্তব্য এবং সদস্যদের বক্তব্যে প্রাধান্যপ্রাপ্ত বিষয়সমূহ
আইন প্রণয়ন কার্যক্রম ও বাজেট	বিল পাসে হার ও ব্যয়িত সময়; আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ; এবং বাজেট বিষয়ক আলোচনা
জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি সম্পর্কিত কার্যক্রম	প্রশ্নোত্তর পর্ব; কার্যপ্রণালীর বিভিন্ন বিধি (৬২, ৭১, ১৪৭, ১৬৪, ২৭৪ ও ৩০০); পয়েন্ট অব অর্ডার; সিদ্ধান্ত প্রস্তাব-এ সদস্যদের অংশগ্রহণ, আলোচ্য বিষয়বস্তু ও ব্যয়িত সময় এবং স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম
সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বক্তব্য উপস্থাপনে সদস্যদের দক্ষতা ও প্রস্তুতি; সদস্যদের আচরণ; উপস্থিতি; সংসদ বর্জন; ওয়াকআউট; কোরাম সংকটের ব্যয়িত সময় ও এর প্রাক্কলিত অর্থ মূল্য এবং সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় স্পিকারের ভূমিকা
সংসদীয় কার্যক্রমের উন্মুক্ততা	সংসদীয় কার্যক্রমের গণপ্রচারণা এবং তথ্যের উন্মুক্ততা
অন্যান্য বিষয়	**অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ**
নারীর অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন	সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ এবং নারী উন্নয়ন ও অধিকার সম্পর্কিত আলোচনা
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট	সংসদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন সম্পর্কিত আলোচনা

২. মৌলিক তথ্য

২.১ আসন বিন্যাস ও সদস্যদের মৌলিক তথ্য

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল ৩১২টি (৮৯ দশমিক ২ শতাংশ), প্রধান বিরোধী দল ২৬টি (৭ দশমিক ৪ শতাংশ) এবং অন্যান্য বিরোধী দলসমূহ (বিএনপি, গণফোরাম ও স্বতন্ত্র) ১২টি (৩ দশমিক ৫ শতাংশ) আসন লাভ করে।[*] নির্বাচিত ৩০০টি আসনে পুরুষ ৯২ দশমিক ৩ শতাংশ ও নারী ৭ দশমিক ৭ শতাংশ আসন লাভ করে। সংরক্ষিত আসনসহ ৩৫০টি আসনের মধ্যে পুরুষ ৭৯ দশমিক ১ শতাংশ ও নারী ২০ দশমিক ৯ শতাংশ আসন লাভ করে।

একাদশ জাতীয় সংসদে সদস্যদের গড় বয়স ৬৩ বছর। ২৬-৬০ বছর বয়সের (৩৮ দশমিক ২ শতাংশ) তুলনায় ৬০ ঊর্ধ্ব বয়সী (৬১ দশমিক ৮ শতাংশ) সদস্যদের হার এখানে বেশি। অন্যদিকে ১৭তম ভারতীয় লোকসভায় ২৬-৬০ বছর বয়সের (৫৫ দশমিক ৫ শতাংশ) তুলনায় ৬০ ঊর্ধ্ব বয়সী (৪৪ দশমিক ৫ শতাংশ) সদস্যদের হার কম। যুক্তরাজ্যের হাউস অফ কমন্সে ২৬-৬০ বছর বয়সের (৭২ দশমিক ৮ শতাংশ) তুলনায় ৬০ ঊর্ধ্ব বয়সী (২৭ দশমিক ২ শতাংশ) সদস্যসের হার সবচেয়ে কম।

একাদশ জাতীয় সংসদের সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য (৬২ দশমিক ৩ শতাংশ) পেশায় ব্যবসায়ী (একাধিক পেশা বিবেচনা করে)। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চসংখ্যক সদস্যের (৪১ দশমিক ১ শতাংশ) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ১২ জন সদস্য স্বশিক্ষিত এবং একজন সদস্য স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন।

এই সংসদে সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য প্রথম মেয়াদে নির্বাচিত (৩৫ দশমিক ৪ শতাংশ) এবং ১০ শতাংশ সদস্য পঞ্চম বা ততোধিক মেয়াদে নির্বাচিত। ৯০ শতাংশেরও বেশি সদস্যদের বার্ষিক আয় ১০ লক্ষ টাকার উপরে এবং প্রায় ৫০ শতাংশের কাছাকাছি সদস্যদের বার্ষিক আয় ৫০ লক্ষ টাকার উপরে। ৪৯ শতাংশ সদস্যের কোনো না কোনো দায় দেনা বা ঋণ রয়েছে যাদের অর্ধেকের বেশি সদস্যের ব্যাংকের অধীনে ঋণ রয়েছে। ৪১ দশমিক ৩ শতাংশের বিরুদ্ধে অতীতে কোনো না কোনো ফৌজদারি মামলা ছিল এবং ১৫ জন সদস্যের বিরুদ্ধে নির্বাচনকালীন সময়ে মামলা ছিল যেখানে ঐ সদস্যদের বিরুদ্ধে সর্বনিম্ন সাতটি হতে সর্বোচ্চ ৩৮টি মামলা রয়েছে।

২.২ কার্যদিবস ও কার্যসময়ের ব্যবহার

একাদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মোট ২৭২ কার্যদিবসে ৯৬১ ঘণ্টা ৪২ মিনিট সময় ব্যয় হয়েছে। কার্যদিবসপ্রতি গড় ব্যয়িত সময় ৩ ঘণ্টা ৩২ মিনিট। দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী বিরতিকাল ছিল গড়ে ৫৪ দিন; এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বিরতিকাল ছিল ৩৭ দিন এবং সর্বোচ্চ বিরতিকাল ছিল ৫৯ দিন। বিভিন্ন কার্যক্রমে ৮৬৩ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট সময় ব্যয় হয়েছে, যার মধ্যে জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম মোট সময়ের ২২ দশমিক ৮ শতাংশ (১৯৭ ঘণ্টা ৪০ মিনিট), রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় মোট সময়ের ২২ দশমিক ২ শতাংশ (১৯১ ঘণ্টা ২৩ মিনিট), আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ১৮৫ ঘণ্টা ৮ মিনিট (২১ দশমিক ৫ শতাংশ), বাজেট আলোচনায় ১৮০ ঘণ্টা ৮ মিনিট (২১ দশমিক ১

[*] একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম বছরে সংসদ সংসদের আসন বিন্যাস অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত। ২০তম অধিবেশনের পর অন্যান্য বিরোধীদল হতে একটি দলের সকল অর্থাৎ, ৭জন সদস্য পদত্যাগের পর উক্ত শূন্য আসনগুলো উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত বিভিন্ন দলের সদস্যদের দ্বারা পূরণ হয়ে যাওয়ার পর ২১তম অধিবেশনে আসন বিন্যাসে কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়।

শতাংশ), এবং কিছু বিশেষ কার্যক্রমে ৯ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট (১ শতাংশ) সময় ব্যয় হয়েছে। এছাড়া স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন, কমিটি গঠন, শোক প্রস্তাবসহ অন্যান্য সংসদীয় কার্যক্রমে ৯৮ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট (১১ দশমিক ৪ শতাংশ) সময় ব্যয় হয়েছে।

৩. রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও ভাষণের ওপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাব

৩.১ রাষ্ট্রপতির ভাষণ

বছরের প্রারম্ভিক পাঁচটি অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ পাঠে ব্যয় হয় ৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ। রাষ্ট্রপতির ভাষণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, রাষ্ট্রপতির ভাষণে সরকারের অর্জন বিষয়ক আলোচনাই মূলত প্রাধান্য পেয়েছে। প্রায় চার-পঞ্চমাংশ সময়ই ব্যয়িত হয়েছে এ বিষয়ক আলোচনায়। অন্যদিকে, ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনা বিষয়ক আলোচনা আলাদাভাবে কোনো গুরুত্ব পায়নি।

৩.২ রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাব

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব আলোচনায় মোট ব্যয়িত সময় ১৮৬ ঘণ্টা ২৬ মিনিট যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ২১ দশমিক ৮ শতাংশ। এর মধ্যে সরকারি দলের সদস্যদের ব্যয়িত সময় মোট ১৫৬ ঘণ্টা ২৮ মিনিট (৮৬ দশমিক ২ শতাংশ), প্রধান বিরোধী দলের ব্যয়িত সময় ২০ ঘণ্টা ১৮ মিনিট (১১ দশমিক ২ শতাংশ) এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ব্যয়িত সময় ৪ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট (২ দশমিক ৬ শতাংশ)। সরকারদলীয় সদস্যদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মোট ব্যয়িত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ সময় ব্যয় হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর এবং সরকারের বিভিন্ন অর্জনের প্রশংসায় (যথাক্রমে ১৯ দশমিক ৮ শতাংশ ও ১৯ দশমিক ৪ শতাংশ সময়)। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মোট ব্যয়িত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ সময় (৪৪ দশমিক ৪ শতাংশ) ব্যয় হয়েছে দেশের চলমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং সরকারের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাবনা প্রদানে। এছাড়া বর্তমান সরকারের বিভিন্ন অর্জন এবং প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রশংসায় ব্যয়িত হয় ১১ দশমিক ৯ শতাংশ সময়, এবং সরকার ও অন্য দলের সমালোচনায় ব্যয়িত হয় ১১ দশমিক ৬ শতাংশ সময়। অন্যদিকে অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যরা মোট ব্যয়িত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ সময় (৫৮ দশমিক ৬ শতাংশ) ব্যয় করে সরকারের সমালোচনায়। এছাড়া বিভিন্ন দাবি দাওয়া ও প্রস্তাবনায় ব্যয় হয় ২৫ দশমিক ৩ শতাংশ সময়।

৪. আইন প্রণয়ন কার্যক্রম

৪.১ বাজেট ব্যতীত অন্যান্য আইন প্রণয়ন

একাদশ জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে মোট ১৮৫ ঘণ্টা ৮ মিনিট সময় ব্যয় হয় যা সংসদ কার্যক্রমের ব্যয়িত সময়ের প্রায় ২১ দশমিক ৫ শতাংশ।[*] বাজেট সম্পর্কিত ১৫টি বিল ব্যতীত মোট উত্থাপিত বিলের সংখ্যা ১৫৫টি (সরকারি বিল ১৫৪টি এবং বেসরকারি বিল একটি) এবং পাসকৃত বিলের সংখ্যা ১৫০টি (নতুন বিল ১০৮, সংশোধনী বিল ৪০টি এবং রহিতকরণ বিল দুইটি)। সংসদে একটি বিল পাস করতে গড়ে সময় লেগেছে প্রায় ৬৮ মিনিট; যেখানে সর্বনিম্ন সময় ছিল প্রায় ২৮ মিনিট এবং সর্বোচ্চ সময় ছিল প্রায় ৩ ঘণ্টা ২৫ মিনিট। সর্বনিম্ন সময়ে পাসকৃত বিল "ভোটার তালিকা (সংশোধন) বিল, ২০২০", এবং সর্বোচ্চ সময়ে পাসকৃত বিল "প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিল, ২০২২"।

আইন প্রণয়নের আলোচনায় সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ঘাটতি ছিল লক্ষণীয়। বিলের ওপর নোটিশ দিয়ে মাত্র ২৮ জন (৮ শতাংশ) সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। মোট নোটিশের ৯৯ শতাংশই উপস্থাপিত হয় প্রধান ও অন্যান্য বিরোধী দলের ১৪ জন সদস্যের পক্ষ হতে। সরকারি দলের সর্বমোট নয়জন সদস্য পাঁচটি বিলের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব এনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বিল প্রতি গড়ে প্রায় সাতজন সদস্য জনমত যাচাই বাছাই এবং ছয়জন সদস্য সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিলের ওপর আনীত সকল আপত্তি ও জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়।

পাসকৃত বিলের মধ্যে ৬০ শতাংশ বিলের ক্ষেত্রে কোনো সংশোধনী গৃহীত হয়নি এবং ৪০ শতাংশ বিলের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। একটি বিলের ক্ষেত্রে সকল নোটিশদাতা প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহ প্রত্যাহার করে বিল পাস না করার আহ্বান জানান। প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রস্তাব থাকলেও সংশোধনী গ্রহণের ক্ষেত্রে শব্দ সন্নিবেশ ও প্রতিস্থাপনই প্রাধান্য পেয়েছে। গৃহীত সংশোধনী বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এর মধ্যে প্রায় ৬৯ শতাংশ ছিল শব্দ সংযোজন, বর্জন বা সন্নিবেশ এবং ৩১ শতাংশ ছিল বিভিন্ন দফা/উপ-দফা/প্যারা সন্নিবেশ বা প্রতিস্থাপন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্ত্রীগণ উত্থাপিত আপত্তি বা প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর না দিয়ে বিরোধী দলের অতীত ইতিহাস, বিলের প্রয়োজনীয়তা, যথেষ্ট যাচাই-বাছাইপূর্বক বিলের প্রস্তাব উত্থাপন ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে বিলের ওপর প্রদত্ত নোটিশসমূহ খারিজ করে দেন। নোটিশ খারিজ করার ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত ও পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন না করায় নোটিশ প্রদানকারীদের একাংশ অসন্তোষও প্রকাশ করেন। সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে বিলের ওপর উত্থাপিত অধিকাংশ নোটিশ খারিজ হয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো সংশোধনী ছাড়াই বিল পাস হয়।

[*] উল্লেখ্য, ২০১৯-২০-এ যুক্তরাজ্যে এই হার ছিল প্রায় ৪৯ দশমিক ৩ শতাংশ এবং ২০১৮-১৯-এ ভারতের ১৭তম লোকসভায় এই হার ছিল ৪৫ শতাংশ।

৪.২ বাজেট

বাজেট কার্যক্রমে ব্যয়িত সময় ১৮০ ঘণ্টা ৪২ মিনিট (সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ২১ দশমিক ১ শতাংশ এবং নির্ধারিত বাজেট অধিবেশনের ব্যয়িত সময়ের ৫৮ দশমিক ৯ শতাংশ)। বাজেট কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের ৮০ দশমিক ৭ শতাংশ সময় বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায়, ১৪ দশমিক ৯ শতাংশ সময় মঞ্জুরি দাবির ওপর আলোচনায়, এবং ৪ দশমিক ৪ শতাংশ সময় ব্যয় হয় বাজেট উপস্থাপনে। বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত সময়ের ৩২ দশমিক ৫ শতাংশ সময় ব্যয় হয় বাজেট সংক্রান্ত আলোচনায় এবং বাকি সময় ব্যয় হয় অন্যান্য আলোচনা, দলের প্রশংসা এবং অন্য দলের সমালোচনায়। "অর্থবিল ২০১৯" পাস হতে সময় লাগে ৪ ঘণ্টা ০৬ মিনিট এবং বাকি চারটি অর্থবিল পাস হতে গড়ে ১ ঘণ্টা ২৪ মিনিট এর মতো সময় ব্যয় হয়। নির্দিষ্টকরণ বিলগুলো পাস হতে গড়ে ৫ মিনিটের মতো সময় ব্যয় হয়।

একাদশ জাতীয় সংসদের বাজেট আলোচনায় মোট ২৯৯ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে সরকারি দলের সদস্য ২৬৪ জন (৮৮ দশমিক ৩ শতাংশ), প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ২৪ জন (৮ দশমিক ০ শতাংশ) এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য ছিলেন ১১ জন (৩ দশমিক ৭ শতাংশ)।

সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের সদস্যদের বক্তব্যে বাজেট সম্পর্কিত আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে ছিল পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনা, ব্যাংকিং খাতের দুরবস্থা ও ঋণখেলাপ, সার্বজনীন পেনশন, মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রানীতি পরিবর্তন, ঘাটতি বাজেটের অর্থসংস্থান, আমদানি-নির্ভরতা কমানো, প্রগতিশীল কর নীতি বাস্তবায়ন, করমুক্ত আয়সীমা বৃদ্ধি ও কর প্রদান ব্যবস্থা সহজীকরণ ইত্যাদি। বাজেট অধিবেশনে যেসব বিষয় নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় সেগুলোর মধ্যে পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব ও বাজেটের আকার ইত্যাদি ছিল অন্যতম।

৫. জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম

৫.১ প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ১৩ ঘণ্টা ৬ মিনিট ব্যয় হয়েছে যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ১ দশমিক ৫ শতাংশ। ১০ম হতে ১৬তম টানা সাতটি অধিবেশনসহ মোট ১৪টি অধিবেশনে সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়নি। এ পর্বে মোট ৩৩টি মূল ও ৮৩টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। মূল প্রশ্ন (গড়ে এক মিনিটের কম) হতে সম্পূরক প্রশ্ন (গড়ে প্রায় দুই মিনিট) উত্থাপনে গড়ে দ্বিগুণেরও বেশি সময় ব্যয়িত হয়েছে। ৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ প্রশ্নকর্তা প্রশ্নের বাইরে অন্যান্য আলোচনা (প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা, দলের প্রশংসা, অন্য দলের সমালোচনা ইত্যাদি) করেন যা প্রশ্ন উত্থাপনে মোট ব্যয়িত সময়ের প্রায় ৮০ শতাংশ। অন্যদিকে উত্তর প্রদানের প্রায় ৩৯ দশমিক ১ শতাংশ ব্যয় হয়েছে উত্তরবহির্ভূত আলোচনায়।

৫.২ মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ৪৫ ঘণ্টা ৯ মিনিট ব্যয় যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ৫ দশমিক ৩ শতাংশ। সপ্তম হতে ১৭তম টানা ১১টি অধিবেশনেসহ ১৬টি অধিবেশন সরাসরি এ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়নি। সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ১৩৯ জন সংসদ সদস্য ৩১টি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের কাছে মোট ২০০টি মূল প্রশ্ন এবং ৫৬৪টি সম্পূরক প্রশ্ন সরাসরি উত্থাপন করেন। মূল প্রশ্ন (গড়ে ১৪-১৫ সেকেন্ড) হতে সম্পূরক প্রশ্ন (গড়ে ১ মিনিটের বেশি) উত্থাপনে গড়ে চারগুণেরও বেশি সময় ব্যয়িত হয়েছে। ৫৬ দশমিক ৭ শতাংশ প্রশ্নকর্তা প্রশ্নের বাইরে অন্যান্য (প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা, দলের প্রশংসা, অন্য দলের সমালোচনা ইত্যাদি) আলোচনা করেন যা প্রশ্ন উত্থাপনে মোট ব্যয়িত সময়ের প্রায় ৬৫ শতাংশ। অন্যদিকে উত্তর প্রদানের প্রায় ৩৯ দশমিক ৮ শতাংশ ব্যয় হয়েছে উত্তরবহির্ভূত আলোচনায়।

৫.৩ অনির্ধারিত আলোচনা

একাদশ জাতীয় সংসদের শুধু সপ্তম অধিবেশন ছাড়া বাকি ২৪টি অধিবেশনেই অনির্ধারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনির্ধারিত আলোচনায় মোট ব্যয় হয় ২৩ ঘণ্টা ১৪ মিনিট যা সংসদের মোট কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যয়িত সময়ের ২ দশমিক ৭ শতাংশ। অনির্ধারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মোট ৫৪ জন (১৫ দশমিক ৪ শতাংশ) সংসদ সদস্য। অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে ৪৩ দশমিক ২ শতাংশ ছিল সাম্প্রতিক ঘটনা, জবাবদিহি ও জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কিত, ১২ দশমিক ৬ শতাংশ ছিল অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ক, ১১ দশমিক ৩ শতাংশ মানবাধিকার ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি বিষয়ক এবং বাকি আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সংসদীয় কার্যক্রম ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়ক। এই পর্বে আলোচনার সময় বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য ও আলোচনার সময় বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সরাসরি অন্য দল এবং দলের কোনো সদস্যের নাম উল্লেখ করে সমালোচনা করা হয়েছে। অনির্ধারিত আলোচনা পর্বে বিতর্ক ও সমালোচনামূলক বক্তব্যের জের ধরে অন্যান্য বিরোধী দলের একটি দল (বিএনপি) দুইবার ওয়াক আউট করে।

৫.৪ সাধারণ আলোচনা (বিধি ১৪৬ ও ১৪৭ অনুযায়ী)

একাদশ জাতীয় সংসদের ১০টি অধিবেশনের মোট ২০টি কার্যদিবসে প্রায় ৭১ ঘণ্টা ২১ মিনিট আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় যা সংসদের মোট কার্যক্রমের ৮ দশমিক ৩ শতাংশ সময়। সাধারণ আলোচনা প্রস্তাবগুলো মোট নয়জন সংসদ সদস্য কর্তৃক ১২টি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যেগুলোর একটি ছাড়া বাকি সবগুলোই সরকারি দলের পক্ষ হতে উত্থাপিত। আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে এককভাবে বঙ্গবন্ধু সংশ্লিষ্ট আলোচনাতেই সাধারণ আলোচনা পর্বের প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি সময় ব্যয়িত হয়েছে (৪৪ শতাংশ)। স্বাধীনতা ও সংসদের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আলোচনায় ব্যয়

হয়েছে মোট ৩০ দশমিক ৯ শতাংশ সময় এবং বাকি সময় ব্যয় হয়েছে সন্ত্রাসী হামলা, কোভিড-১৯, বৈশ্বিক অস্থিরতাসহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে। তবে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করতে গিয়ে সদস্যরা আত্মপ্রশংসা ও অন্য দলের সমালোচনায় ব্যয় করেন প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময়।

৫.৫ জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে গৃহীত ও অগৃহীত নোটিশের ওপর আলোচনা (বিধি-৭১)

এই পর্বে মোট ব্যয়িত সময় ২১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ২ দশমিক ৫ শতাংশ। নির্ধারিত কার্যসূচির ৮১ দশমিক ৯ শতাংশ কার্যদিবসে এই কার্যক্রম স্থগিত হয়েছে। সপ্তম এবং নবম থেকে ২৫তম অধিবেশনে (মোট ১৮টি অধিবেশনে) এ পর্ব সরাসরি অনুষ্ঠিত হয়নি। এ পর্বে প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা ১,৮৮০টি যার মধ্যে গৃহীত নোটিশের সংখ্যা ৫০টি অর্থাৎ, ২ দশমিক ৭ শতাংশ। গৃহীত নোটিশের মধ্যে ৪২টি (৮৪ শতাংশ) উত্থাপিত এবং আটটি (১৬ শতাংশ) স্থগিত হয়। সর্বোচ্চ সংখ্যক নোটিশ আলোচিত ও গৃহীত হয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে (৭০টি আলোচিত, ছয়টি গৃহীত এবং দুইটি স্থগিত)। অন্যদিকে অগৃহীত নোটিশের মধ্যে ৪২৫টি (২৩ শতাংশ) নোটিশের ওপর দুই মিনিট করে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

৫.৬ সিদ্ধান্ত প্রস্তাব

এ পর্বে মোট ব্যয়িত সময় ১১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ১ দশমিক ৩ শতাংশ। সপ্তম থেকে ২৫তম মোট ১৯টি অধিবেশনে এ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়নি। এ পর্বে মোট ৫৫টি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যার মধ্যে গৃহীত হয় দুইটি প্রস্তাব। উক্ত দুটি প্রস্তাবই ছিল সরকারি দল কর্তৃক উত্থাপিত (নৌযানের ব্যবস্থা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন)। এ পর্বে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রস্তাব প্রদান করা হয় অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ে (৪৭ দশমিক ১ শতাংশ)।

৫.৭ মুলতবি প্রস্তাব

মোট ২০টি অধিবেশনে এ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়নি। বাকি অধিবেশনগুলোতে পাঁচজন সদস্য মুলতবি প্রস্তাবের জন্য ২২টি নোটিশ প্রদান করেন। মুলতবি প্রস্তাবগুলোর মধ্যে ১৪টিই অন্যান্য বিরোধী দলের একজন নারী সদস্য প্রস্তাব করেন। এ পর্বে সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রস্তাব প্রদান করা হয়েছে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধ প্রসঙ্গে (৪০ দশমিক ৯ শতাংশ)। অন্য পর্বে আলোচনার সুযোগ থাকা, ইতোমধ্যে অন্য পর্বে আলোচিত হওয়া, উক্ত ধারায় উত্থাপনের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কারণ দর্শিয়ে স্পিকার সকল নোটিশ বাতিল করেন।

৫.৮ ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দান (২৭৪ বিধি) ও জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রীদের বিবৃতি (৩০০ বিধি)

ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দান সংক্রান্ত ২৭৪ বিধিতে মোট দুইটি বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। কার্যপ্রণালী বিধিতে বিতর্কিত আলোচনা উপস্থাপন না করার শর্ত থাকা সত্ত্বেও একজন মন্ত্রীর বক্তব্যে বিরোধীদলের সমালোচনা উত্থাপিত হয়েছে। ৩০০ বিধিতে মোট ১৬টি বিবৃতি উপস্থাপিত হয় যার মধ্যে সংসদ সদস্যদের দাবির বিপরীতে দুইটি বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সদস্যদের আরও নয়টি দাবির বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে কোনো বিবৃতি প্রদান করা হয়নি। যেসব দাবির বিপরীতে ৩০০ বিধিতে বিবৃতি প্রদান করা হয়নি তার মধ্যে সৌদি আরবের সাথে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সমঝোতা চুক্তি, রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের আবাসন প্রকল্পের বালিশ ক্রয়ের বাজেট, বিমান বন্দরে করোনাভাইরাস পরীক্ষায় গাফিলতি, বিচারক নিয়োগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৫.৯ স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম

একাদশ সংসদে ৫০টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মধ্যে বিরোধী দল হতে সভাপতি ছিলেন চারটি কমিটিতে; ১৭টি কমিটিতে বিরোধীদলীয় কোনো সদস্য ছিলেন না। দশম সংসদের কয়েকজন মন্ত্রীকে একাদশ সংসদে একই মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সদস্য ও সভাপতি হিসেবে রাখা হয়। বিধি অনুযায়ী প্রতিটি কমিটির প্রতিমাসে ন্যূনতম একটি করে সভা করার নিয়ম থাকলেও কোনো কমিটিই এই নিয়ম পালন করেনি। ন্যূনতম নির্ধারিত সভার ৫৭ দশমিক ৬ শতাংশই অনুষ্ঠিত হয়নি। করোনাকালে* উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলাতেও সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোর নিয়মিত সভার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। সংশ্লিষ্টতা থাকা সত্ত্বেও করোনাকালে একটিও সভা করেনি অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি। করোনাকালে প্রথম ১৮ মাসের ১৩ মাসই কোনো সভা করেনি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

সভাপ্রতি গড়ে উপস্থিত ছিলেন ৬২ শতাংশ সদস্য। ৫০টি কমিটির মধ্যে ৩৯টি কমিটির ৯৭টি রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়েছে। রিপোর্টের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ১৯টি কমিটির ২৬টি প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, কমিটির দেওয়া সুপারিশ বাস্তবায়নের হার ৫১ শতাংশ, অজ্ঞাত বা অবাস্তবায়িতের হার ৪ শতাংশ, এবং বাকিগুলো বাস্তবায়নাধীন ও চলমান। পিটিশন কমিটির মাধ্যমে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের সরাসরি অভিযোগ করার সুযোগ থাকলেও প্রচারণার ঘাটতির কারণে তা কার্যকর নয়। সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগকে জবাবদিহি করা এবং সার্বিকভাবে সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগকে জবাবদিহি করা প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর ছিল না।

৫.১০ জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা

সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিপরীতে প্রধান বিরোধী দলের অবস্থান ছিল প্রান্তিক এবং সরকারকে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা ছিল সার্বিকভাবে গৌণ। প্রধান বিরোধী দলের কয়েকজন সদস্য সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা করলেও বাকি সদস্যরা এক্ষেত্রে অনেকাংশে নীরব ভূমিকা পালন করেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে বিরোধী দল হিসেবে প্রধান বিরোধী দল হতে অন্যান্য বিরোধী দলের ভূমিকা বেশি লক্ষ করা যায়। বিরোধী দলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক মেলবন্ধন না থাকায় সরকারকে জবাবদিহি করার ক্ষেত্র আরও সীমিত হয়ে গেছে। ক্ষেত্র

* করোনাকাল বলতে করোনা বিস্তারের (মার্চ ২০২০ থেকে আগস্ট ২০২১ সময়ের মধ্যে) তিনটি ধাপের ১৮ মাসকে বোঝানো হয়েছে।

বিশেষে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের বক্তব্যে অন্যান্য বিরোধী দলের পর্যালোচনা ও সমালোচনা প্রাধান্য পেয়েছে যা প্রধান বিরোধী দলের দ্বৈত ভূমিকা ও পরিচয়কে আরও প্রশ্নবিদ্ধ করে।

৬. নারী সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব, উপস্থিতি ও কাযক্রমে অংশগ্রহণ

নির্বাচিত আসনে ২৩ জন (৭ দশমিক ৭ শতাংশ) এবং সংরক্ষিত আসন নিয়ে মোট ৭৩ জন (২০ দশমিক ৩ শতাংশ) নারী সদস্য একাদশ জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। মন্ত্রীদের ৪ দশমিক ৩ শতাংশ, প্রতিমন্ত্রীদের ১১ দশমিক ১ শতাংশ ও উপমন্ত্রীদের মধ্যে ৩৩ দশমিক ৩ শতাংশ ছিলেন নারী সদস্য। স্থায়ী কমিটিতে নারী সদস্য* ছিলেন প্রায় ২২ শতাংশ এবং কমিটির সভাপতি পদে নারী সদস্য ছিলেন ১১ দশমিক ১ শতাংশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের 'গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ-২০২৩' প্রতিবেদন অনুযায়ী নারী সরকারপ্রধান শ্রেণিতে বাংলাদেশ প্রথম হলেও সংসদ ও মন্ত্রী পরিষদে নারীর প্রতিনিধিত্বে ৯১তম এবং ১২৩তম।

কার্যদিবসপ্রতি নারীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৪৮ জন (৬৫ দশমিক ৭ শতাংশ) যা পুরুষদের (৫৩ দশমিক ৭ শতাংশ) তুলনায় বেশি। মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি উপস্থিতির ক্ষেত্রেও নারীদের (১০ দশমিক ৯) হার পুরুষদের (৭ দশমিক ৬) তুলনায় বেশি ছিল।

একাদশ জাতীয় সংসদ কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ বেশি ছিল বাজেট, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব ও ৭১ বিধিতে আলোচনায়। এক্ষেত্রে এ পর্বগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণের হার পুরুষ সদস্যদের তুলনায়ও বেশি ছিল। বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার বাজেট, বাল্য বিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

৭. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

সার্বিকভাবে একাদশ জাতীয় সংসদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে গৃহীত পদক্ষেপ, অর্জিত লক্ষ্য, চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনার ঘাটতি ছিল। মানসম্মত শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন, জলবায়ু কার্যক্রম, শান্তি, ন্যায়বিচার, এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে স্বল্প পরিসরে সুনির্দিষ্ট কিছু আলোচনা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অন্যান্য লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কে পরোক্ষভাবে বিভিন্ন কার্যক্রমে বিক্ষিপ্ত আলোচনা লক্ষ করা গেছে। এক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা, শোভন কাজ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিল্প, উদ্ভাবন এবং অবকাঠামো এবং জলবায়ু কার্যক্রমের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে।

৮. সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা

৮.১ সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের উপস্থিতি

একাদশ জাতীয় সংসদে কার্যদিবসপ্রতি গড় উপস্থিতি ছিল ১৯৭ জন (৫৬ দশমিক ২ শতাংশ)। সরকারি দলের ৫৬ দশমিক ৭ শতাংশ, প্রধান বিরোধী দলের ৫০ দশমিক ৭ শতাংশ এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ৪৩ দশমিক ৭ শতাংশ প্রতি কার্যদিবসে গড়ে উপস্থিত ছিলেন। সবচেয়ে বেশি উপস্থিতির হার ছিল চতুর্থ অধিবেশনে (২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর)। অন্যদিকে গড়ে সবচেয়ে কম সংখ্যক সদস্য উপস্থিত ছিলেন অষ্টম অধিবেশনে (২০২০ সালের জুন-জুলাই)।

বিভিন্ন কার্যক্রমে* সার্বিকভাবে দলভিত্তিক গড় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি দলের ৮৯ দশমিক ৪ শতাংশ, প্রধান বিরোধী দলের ৭ দশমিক ৩ শতাংশ ও অন্যন্য বিরোধী দলের ৩ দশমিক ৩ শতাংশ সদস্য অংশগ্রহণ করেন। সর্বোচ্চ ১০টি বা ততোধিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন তিনজন সদস্য এবং কেবল একটি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন ২৬ জন সদস্য। সংসদের সম্পূর্ণ মেয়াদকালে ২১ জন সদস্য কোনো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেননি। সদস্যদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ (৮৫ দশমিক ৪ শতাংশ) ছিল বাজেট আলোচনায়। দলের প্রতিনিধিত্ব বিবেচনায় প্রায় সকল কার্যক্রমেই বিরোধী দলগুলোর অংশগ্রহণের হার সরকারি দলের হতে বেশি ছিল। অন্যান্য কার্যক্রমে সরকারি দলের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ থাকলেও আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেছেন মাত্র ২ দশমিক ৯ শতাংশ সদস্য।

৮.২ সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের দায়িত্বশীলতা ও দক্ষতা

সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদের প্রস্তুতির ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, যেখানে প্রস্তুতি না থাকার কারণে প্রস্তাব উত্থাপন না করা, প্রশ্নোত্তর পর্বে যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই না করে তথ্য প্রদান করা ইত্যাদি লক্ষ করা গেছে। নোটিশ দিয়ে একাধিক কার্যদিবসে অনুপস্থিত থাকার কারণে নোটিশ বারবার স্থগিত হওয়া, সংশোধনী অনুত্থাপিত থাকা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে অন্য মন্ত্রীর দায়সারা উত্তর প্রদান, একজনের নোটিশ অন্যজন উপস্থাপন করতে গিয়ে জটিলতার সৃষ্টি ও সময়ক্ষেপণ করতেও দেখা গেছে। দুটি পর্বে কণ্ঠভোটের সময় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য নিজ দলের বিপক্ষে ভোট প্রদানের পর স্পিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় দ্বিতীয় দফায় ভোটে নিজ দলের পক্ষে ভোট প্রদান করেন যা কার্যক্রমে অমনোযোগী থাকাকে নির্দেশ করে। সংসদীয় বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে দক্ষতার ঘাটতিও লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে এক কার্যক্রমে অন্য কার্যক্রমের বিষয় উত্থাপন, প্রস্তাব উত্থাপনের ক্রম ভুল করা, বক্তব্য পেশ করতে না পারা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংসদ আয়োজিত মোট ২৮টি প্রশিক্ষণের মধ্যে দুইটি প্রশিক্ষণ ছিল সংসদ সদস্যদের জন্য।

---

* পদাধিকার বলে প্রাপ্ত কমিটির সদস্যপদ বিবেচনা করা হয়নি।

* এখানে কার্যক্রম বলতে ১৩টি কার্যক্রমকে বোঝানো হয়েছে। কার্যক্রম সমূহ হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নোত্তর পর্ব, মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব, আইন প্রণয়ন, বাজেট, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব, পয়েন্ট অফ অর্ডার, মুলতবি প্রস্তাব, ৭১ বিধি, ১৪৭ বিধি, ১৬৪ বিধি, ২৭৪ বিধি, ৩০০ বিধি এবং ৬২ বিধির ওপর আলোচনা।

৮.৩ সংসদ চলাকালীন সদস্যদের আচরণ

সংসদ সদস্যদের একে অপরের প্রতি এবং সার্বিকভাবে সুশীল সমাজের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে বিধিবহির্ভূত আচরণ লক্ষ করা যায়। বিধির ব্যত্যয় ঘটিয়ে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এমনকি কোনো কোনো নারী সদস্যদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক এবং আপত্তিকর শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। বিরোধী দলের তুলনায় সরকারি দলের সদস্যদের ক্ষেত্রে এই ব্যত্যয় অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া কোনো সদস্যের বক্তব্য চলাকালে বিশৃঙ্খল আচরণ করে বাধা প্রদান করা, সংসদীয় কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন অডিও/ভিডিও ক্লিপ চালানো, অধিবেশন চলাকালে সংসদ কক্ষের ভেতর বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা করা, কোনো সদস্যের বক্তব্য চলাকালে অন্য সদস্যদের নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতা, সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের অমনোযোগী থাকা, এবং সংসদ সদস্যকে উদ্দেশ্য করে টিকা-টিপ্পনী কাটা ইত্যাদি লক্ষ করা যায়।

৮.৪ সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও পদত্যাগ

একাদশ সংসদে বিরোধী দলগুলোর কোনো সদস্য সংসদ বর্জন করেননি। প্রধান ও অন্যান্য বিরোধীদলীয় সদস্যরা মোট ছয়বার ওয়াকআউট করেন। ওয়াক আউট করে সদস্যরা সর্বনিম্ন ৩ মিনিট হতে ৩১ মিনিট সংসদ কার্যক্রমে অনুপস্থিত ছিলেন। ২০তম অধিবেশনের পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সকল সদস্য (সাতজন) পদত্যাগ করেন। পরবর্তীতে উপনির্বাচনে সরকারি দলের পাঁচজন, প্রধান বিরোধী দলের একজন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের একজন সদস্য উক্ত আসনগুলোতে নির্বাচিত হন।

৮.৫ কোরাম সংকট

একাদশ জাতীয় সংসদে কোরাম সংকটে মোট ৬৮ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট ব্যয় হয় যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ৭ শতাংশ। কার্যদিবসপ্রতি গড়ে ১৫ মিনিট ব্যয় হয়। ৮৬ শতাংশ কার্যদিবসে নির্ধারিত সময় হতে বিলম্বে অধিবেশন শুরু হয় এবং ১০০ শতাংশ কার্যদিবসে বিরতির পর নির্ধারিত সময় হতে বিলম্বে অধিবেশন শুরু হয়। সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় অর্থমূল্য প্রায় ২,৭০,৫৬৮ টাকা। এই হিসাবে কোরাম সংকটে ব্যয়িত সময়ের প্রাক্কলিত অর্থমূল্য ১১১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮ হাজার ৫০৫ টাকা।

৮.৬ স্পিকারের ভূমিকা*

সদস্যদের অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার বন্ধে তাদের সতর্ক করা বা শব্দ এক্সপাঞ্জ করার ক্ষেত্রে একাদশ জাতীয় সংসদে স্পিকারকে নীরব ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। বিরোধী দলের কোনো কোনো সদস্যদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় পরিচিতির ঊর্ধ্বে ভূমিকা পালনে ব্যর্থতা এবং বিলের ওপর সদস্যদের আপত্তি উত্থাপনের প্রেক্ষিতে স্বপ্রণোদিত ব্যাখ্যা প্রদানও লক্ষ করা গেছে। অধিবেশন চলাকালে গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং স্থায়ী কমিটির নিয়মিত বৈঠক নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ কার্যক্রম পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দক্ষতার অভাবও (শৃঙ্খলা রক্ষা, ফ্লোর আদান প্রদান ইত্যাদি) লক্ষণীয় ছিল।

৮.৭ তথ্যের উন্মুক্ততা

সংসদীয় কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার অব্যাহত থাকলেও সংসদের নিজস্ব সামাজিক মাধ্যমে রেকর্ডকৃত অধিবেশনের কিছু কিছু অংশ অনুপস্থিত ছিল। সংসদীয় কার্যক্রমের কার্যবিবরণীসহ কমিটির প্রতিবেদনসমূহ সকলের জন্য সহজলভ্য নয়। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদনের হালনাগাদ তথ্য ও সংসদ সদস্যদের হলফনামা সংসদের ওয়েবসাইটে অনুপস্থিত। অন্যদিকে সংসদে ও কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদীয় কার্যক্রমের বিবরণী, সংসদ সদস্যদের সম্পদের হালনাগাদ তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

৯. পূর্বের সংসদগুলোর সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ (অষ্টম হতে একাদশ জাতীয় সংসদ)

জাতীয় সংসদের সদস্যদের ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা ক্রমবর্ধমান রয়েছে বলে দেখা যায়। সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি অষ্টম সংসদ হতে ক্রমাগত বাড়তে থাকলেও একাদশ সংসদে এসে তা আবার হ্রাস পেয়েছে। সংসদ নেতার গড় উপস্থিতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ৯২ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি দশম সংসদে অনেকটা বৃদ্ধি পেলেও একাদশ সংসদে এসে তা আবার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সংসদ বর্জন শূন্যের কোটায় এসেছে এবং ওয়াক আউটের মাত্রা গত তিন সংসদের তুলনায় ছিল সর্বনিম্ন। সার্বিকভাবে প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যয়িত সময়ের হার হ্রাস পেয়েছে এবং আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা পর্বে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা পর্বে সদস্যদের অংশগ্রহণের হার প্রায় একই রকম থাকলেও প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আইন প্রণয়নে এ হার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সংসদে বিল পাসের ক্ষেত্রে গড় ব্যয়িত সময় বৃদ্ধি পেয়েছে। কোরাম সংকট পূর্ববর্তী সংসদগুলোর তুলনায় হ্রাস পেলেও এ চর্চা অব্যাহত রয়েছে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো পূর্ববর্তী দুইটি সংসদের মতোই প্রথম অধিবেশনেই গঠিত হয়েছে। কমিটির সভায় সদস্যদের উপস্থিতির হারে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি।

* স্পিকার বলতে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার এবং সভাপতিমণ্ডলীর প্যানেলের সদস্যদেরকে বোঝানো হয়েছে।

১০. সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

১০.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- একাদশ জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে সংসদীয় কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারি দলের একচ্ছত্র ক্ষমতার চর্চা বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় যা সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক।
- আসনের দিক থেকে প্রান্তিক অবস্থার পাশাপাশি ক্ষমতাসীন দলের জোটভুক্ত হওয়ার কারণে সংসদে প্রধান বিরোধী দলের কার্যকর ভূমিকা পালনে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। ক্ষেত্র বিশেষে অন্যান্য বিরোধী দলকে তুলনামূলকভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।
- সংসদ সদস্যদের মধ্যে জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের চেয়ে দলীয় ভূমিকা পালনের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।
- জনপ্রতিনিধি হিসেবে দলীয় অবস্থানের উর্ধ্বে থেকে সরকার ও নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিত করা, সংসদে আনীত সকল প্রস্তাবনা ও আইনের পুনাঙ্খানুঙ্খ বিশ্লেষণ, নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশ এবং গঠনমূলক তর্ক-বিতর্কের পরিবর্তে একপাক্ষিকভাবে দলের প্রশংসা ও অন্য দলের সমালোচনা করাতে অধিক মনোযোগী ছিলেন সংসদ সদস্যরা।
- জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ সংসদে গুরুত্ব পায়নি (কার্যক্রম স্থগিত রাখা, চলমান জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ অনালোচিত থাকা ইত্যাদি)। এবং সার্বিকভাবে বিগত সংসদগুলোর চেয়ে (নবম ও দশম সংসদ) এই কার্যসমূহে ব্যয়িত সময় ও অংশগ্রহণের হার হ্রাস পেয়েছে।
- পূর্বের সংসদগুলোর চেয়ে আইন প্রণয়নে (বিল পাস) গড় সময় বৃদ্ধি পেলেও সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, দক্ষতা ও গঠনমূলক বিতর্কের ঘাটতি ছিল। আইন প্রণয়নে সরকারি দলের অধিকাংশ সদস্যের অংশগ্রহণ শুধুমাত্র বিলের পক্ষে ভোট দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে লক্ষ করা যায় এবং পূর্ববর্তী সংসদের মতোই সংসদ সদস্যদের বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ হওয়ার চর্চা অব্যাহত ছিল।
- বরাবরে মতোই প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর বিশ্লেষণ ও জবাবদিহি অনুপস্থিত ছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যেই নামমাত্র পরিবর্তন-পরিমার্জন করেই বাজেট ও অর্থবিল পাস হয়।
- সংসদীয় বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের অনুপস্থিতি, যথাযথ গুরুত্ব সহকারে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করা, কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দক্ষতার ঘাটতি, প্রতিপক্ষের প্রতি আক্রমণাত্মক আচরণ, প্রতিপক্ষের মতামত প্রকাশে বিঘ্ন ঘটানো ও মতামত গ্রহণ না করার প্রবণতার কারণে সংসদীয় কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে, এবং সার্বিকভাবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক চর্চা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।
- সদস্যের আচরণ ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্পিকারের যথাযথ ভূমিকা পালনের ঘাটতিও ছিল লক্ষণীয়। অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও আচরণ বন্ধে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর নীরব ভূমিকা জাতীয় সংসদের সভাপতি হিসেবে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালনের ঘাটতিকেই প্রকাশ করে।
- স্থায়ী কমিটিগুলোর কার্যক্রমে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। কমিটিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, নিয়মিত বৈঠক না করা, দেশের জরুরি পরিস্থিতিতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের অভাব, নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের ঘাটতি ইত্যাদি কারণে কমিটিগুলো প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর ছিল না।
- স্থায়ী কমিটিগুলোর রিপোর্ট সহজলভ্য না হওয়া এবং প্রতিবেদন তৈরির নির্ধারিত একক কাঠামো না থাকায় কমিটির সুপারিশ ও তা বাস্তবায়নের চিত্র সুনির্দিষ্টভাবে দৃশ্যমান নয়।
- সংসদে নারী সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব এ যাবতকালের সর্বোচ্চ হলেও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও), ১৯৭২ মোতাবেক তা এখনো ৩৩ শতাংশে পৌঁছেনি।
- সংসদীয় বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেলেও কার্যকর অংশগ্রহণে ঘাটতি ছিল। সংসদে নারী সদস্যদের সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটলেও আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় তাদের ভূমিকা এখনো প্রান্তিক পর্যায়ে রয়ে গেছে।
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত পদক্ষেপ, অর্জিত লক্ষ্য, চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনার ঘাটতি ছিল।

১০.২ সুপারিশ

গবেষণা ফলাফলের আলোকে সংসদীয় ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে এবং সংসদীয় কার্যক্রমসমূহকে কার্যকর করতে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো উপস্থাপন করা হলো।

১. জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাস্তবিক অর্থে অংশগ্রহণমূলক, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে হবে, যাতে সংসদের মৌলিক ভূমিকা- জনপ্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন এবং সংসদের জবাবদিহিমূলক কার্যক্রমে প্রত্যাশিত মান অর্জন করা সম্ভব হয়।

২. জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদের সকল সদস্যদেকে দলীয় অবস্থানের উর্ধ্বে কার্যকর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা পালন করতে হবে যাতে সংসদের মৌলিক উদ্দেশ্য - জনপ্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন এবং সংসদের জবাবদিহিতামূলক কার্যক্রমে প্রত্যাশিত মান অর্জন করা সম্ভব হয়।

৩. সংসদ অধিবেশনের কার্যক্রমের যথাযথ বিন্যাস নিশ্চিত করতে বিশেষ করে জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিমূলক কার্যক্রমসমূহের গুরুত্ব বিবেচনা করে এই ধরনের কার্যক্রম স্থগিত করা ও টেবিলে উত্থাপনের মাত্রা হ্রাস করে সরাসরি আলোচনার ওপর গুরুত্বারোপ করার জন্য কার্য উপদেষ্টা কমিটিকে ভূমিকা পালন করতে হবে।

৪. সদস্যদের দলীয় অবস্থানের উর্ধ্বে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যেখানে অনাস্থা ভোট এবং বাজেট ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে স্বীয় দলের বিরুদ্ধে সদস্যদের নিজ বিবেচনা অনুযায়ী মত প্রকাশ, বিতর্কে অংশগ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকবে।

৫. আইনের খসড়ার উপর আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের চর্চা বিকাশের লক্ষ্যে সদস্যদের আগ্রহ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে, এবং অন্যদিকে খসড়ার উপর জনমত গ্রহণের জন্য অধিবেশনে উত্থাপিত সকল বিল সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং অংশীজনের মতামত বিশ্লেষণ ও গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সময় ও প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে।

৬. বিল ও বাজেটসহ যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাবের ওপর প্রদত্ত সকল মতামত এবং নোটিশ যথাযথভাবে বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত যুক্তি উপস্থাপনপূর্বক গ্রহণ বা খারিজ করতে হবে। কোনো মতামত বা নোটিশ গ্রহণ বা খারিজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী হতে পর্যাপ্ত যুক্তি উপস্থাপিত না হলে সে বিষয়ে পুনরায় প্রশ্ন বা অভিমত উপস্থাপনের সুযোগ দিতে হবে।

৭. রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে দেশের সার্বিক অবস্থার পর্যালোচনা ও সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা বিষয়ক আলোচনাকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

৮. সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি মনোনয়ন স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত হতে হবে। নির্বাহী বিভাগের কাজের তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহি নিশ্চিতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

৯. সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠান, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পিটিশন কমিটিকে কার্যকর করতে হবে। সংসদীয় কমিটির স্বকীয়তা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 'জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটি আইন' দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে।

১০. ২০১০ সালে সংসদে বেসরকারি বিল হিসেবে উত্থাপিত 'সংসদ সদস্য আচরণ আইনের খসড়া' আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে যুগপোযোগী করে সংসদে উত্থাপন করে আইনে রূপান্তর করতে হবে।।

১১. সংসদে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা, অহেতুক প্রশংসা ও সমালোচনা, ব্যক্তিগত আক্রমন (অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও আচরণ) না করে নির্দিষ্ট কার্যক্রমের বিষয়ভিত্তিক প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গঠনমূলক বির্তক নিশ্চিত করতে দলীয় প্রধান, হুইপ ও স্পীকারের জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে।

১২. সংসদীয় কার্যক্রম বিষয়ক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে সংসদীয় চর্চা ও আচরণ, আইন প্রণয়ন ও জবাবদিহিমূলক বিতর্কে সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৩. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের অগ্রগতি, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈষম্যমুক্ত উন্নয়ন, লিঙ্গীয় সমতা, নারী ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন এবং আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ আলোচনার জন্য সংসদে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

১৪. বিশ্বের অন্যান্য দেশের সংসদের তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত উত্তম চর্চাসমূহ অনুসরণ করে জাতীয় সংসদের ওয়েবসাইট উন্নয়ন করতে হবে যেখানে সংসদের চলমান অবস্থার হালনাগাদ তথ্যের পাশাপাশি আর্কাইভের তথ্যসমূহ প্রকাশিত থাকবে। বিশেষ করে ওয়েবসাইটে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহের প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে-

- সংসদ ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য (কার্যবিবরণী, বৈঠকে উপস্থিতি, প্রতিবেদন ইত্যাদি)।
- সদস্যের পরিচিতির অংশে নির্বাচনের হলফনামায় প্রদত্ত সকল তথ্যের পাশাপাশি সংসদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বিষয়ক তথ্য (যেমন, ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে উপস্থিতি, কার্যক্রমভিত্তিক অংশগ্রহণ, প্রদত্ত নোটিশ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য, কমিটি সংশ্লিষ্টতা বিষয়ক তথ্য ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয় ও তাৎক্ষনিকভাবে প্রকাশ)।
- জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় ব্যতীত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির বিস্তারিত তথ্য।